শুভেচ্ছা

☺ "সায়ন ও সুচেতানা" (হাকিমপাড়া) : তোমাদের নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে উঠুক। Taj Caterer, শিলিগুড়ি।

বিবাহবার্ষিকী

☺ আমাদের **কৌশিক ও পমি** : আজ তোমাদের তৃতীয় বিবাহবার্ষিকী। সবসময় তোমরা আমাদের হৃদয়ে আছো। তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। ভালো থেকো। – **বাবা–মা, দাদা–বৌদি, ভাই–বোন ও আত্মীয় পরিজন,** বালুরঘাট।

☺ **গুরুদাস চৌধুরি (বাবা) ও মায়া চৌধুরি (মা)** : আজ 6/12/18 তোমাদের "50"–তম বিবাহবার্ষিকীতে প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই। ঈশ্বরের করুণায় তোমাদের দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করি। তোমাদের আশীর্বাদ আমাদের জীবনের পাথেয়। – **মণিকুন্তলা সাহা, আশীষ সাহা, হিমাদ্রি চৌধুরি, নিলাদ্রি চৌধুরি, মহীতোষ চৌধুরি, নন্দিতা চৌধুরি ও লোপা চৌধুরি, নাতি ও নাতনিরা।** বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার।

১৮ ডিসেম্বর আইপিএল নিলাম

ঋদ্ধিমান–যুবরাজের বেস প্রাইস ১ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সানরাইজার্স হায়দরাবাদ রাখেনি ঋদ্ধিমান সাহাকে। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (গতকালই নাম বদলে দিল্লি ক্যাপিটালস) ছেড়ে দিয়েছে মহম্মদ সামিকে। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবও রিলিজ করে দিয়েছে যুবরাজ সিংকে। একই অবস্থা অক্ষর প্যাটেল, ইশান্ত শর্মাদেরও।

আগামী ১৮ ডিসেম্বর জয়পুরে টিম ইন্ডিয়ার এইসব তারকাদের দ্বাদশ আইপিএলে ভাগ্য নির্ধারণ হতে চলেছে। গোলাপি শহরে ১৮ ডিসেম্বর আইপিএল নিলামের জন্য ঋদ্ধি–যুবরাজ–সামি–ইশান্ত সহ আজ 'আনসোল্ড' সব ক্রিকেটারের তালিকা বোর্ডের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলিয়ে মোট ৭০ জন ক্রিকেটারের জায়গা রয়েছে। অথচ আইপিএলে নিলামের জন্য নথিবদ্ধ হয়েছেন মোট ১০০৩ জন ক্রিকেটার। যার মধ্যে দুনিয়ার সব টেস্ট খেলিয়ে দেশের (পাকিস্তান বাদে) প্রতিনিধি রয়েছেন। পাশাপাশি দেশের মধ্যে এই প্রথম উত্তর–পূর্বের অরুণাচল–সিকিম–নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যের ক্রিকেটাররাও এবারই প্রথম আইপিএল নিলামের জন্য নথিবদ্ধ হয়েছেন।

নিলামের বেস প্রাইসে মূলত তিনটি বিভাগ রয়েছে। এক, ভারতের জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটার। যেখানে ঋদ্ধিমান সাহা, মহম্মদ সামি, ইশান্ত শর্মাদের সঙ্গে রয়েছেন যুবরাজ সিংও। তাঁদের সবারই বেস প্রাইস ১ কোটি। দুই, টিম ইন্ডিয়ায় কখনও সুযোগ না পাওয়া ক্রিকেটাররা। এই তালিকাতেই রয়েছেন উত্তর–পূর্ব ভারতের অখ্যাত অনেক ক্রিকেটার। তিন, বিদেশি ক্রিকেটার। যেখানে ব্রেন্ডন ম্যাককালাম থেকে শুরু করে কোরি অ্যান্ডারসন, স্যাম কুরান, লাসিথ মালিঙ্গারা রয়েছেন। তাঁদের সবারই বেস প্রাইস ২ কোটি টাকা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ বেস প্রাইস জয়দেব উনাদকাটের। তাঁর বেস প্রাইস হল দেড় কোটি টাকা।

খারাপ সময় কাটিয়ে উঠেছি, দাবি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : দলের অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারিকে বাদ দিলে তাঁকে বলা হচ্ছে বাংলার সেরা ব্যাটসম্যান। অথচ মরশুমের শুরু থেকে তাঁর ব্যাটেই রান নেই। ফলে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে চলছে সমালোচনা। সুদীপ নিজেও বুঝতে পারছেন তাঁর রানে ফেরা বাংলার রনজি অভিযানের জন্য কতটা জরুরি। তাই চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না তিনি।

তামিলনাড়ু ম্যাচে বাংলার জয়ের পর পুরো দল যখন ছুটিতে, তিনি আলাদা করে অনুশীলন চালাচ্ছেন। আজ বিকেলেও তাঁকে মোহনবাগান মাঠে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। যেখানে বেশ ছন্দে ছিলেন তিনি। নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে তাঁকে অনুশীলনের পর জিজ্ঞাসা করা হলে সুদীপ বলেছেন, 'দল আমার কাছে কী প্রত্যাশা করে, ভালোই জানি। আমি ফর্মে ফিরে রান পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচে নিজের সেরাটা দিতে পারব।' রানে ফেরার আত্মবিশ্বাসের পিছনে রয়েছে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে চিপকে কঠিন উইকেটে ৪০ রানের ইনিংসটা। সুদীপ আজ বলছিলেন, 'চিপকে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ৪০ রানের ওই ইনিংসটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন দলকে জিতিয়ে না ফেরার যন্ত্রণা এখনও তাড়া করছে আমায়। পাশাপাশি কঠিন পরিস্থিতিতে ওই ইনিংসটা আমায় বাড়তি আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে। হয়তো খারাপ সময় কাটিয়ে উঠেছি।'

বাড়তি এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই শুক্রবার থেকে বাংলা দলের অনুশীলনে নামছেন সুদীপ। দলের অধিনায়ক মনোজ, কোচ সাইরাজ বাহুতুলে, মেন্টর অরুণ লাল—সকলেই যে তাঁর পাশে রয়েছেন এবং বারবার ভরসা দিয়ে চলেছেন, স্বীকার করছেন বাংলার অন্যতম প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান। সুদীপ বলছিলেন, 'সতীর্থরা সকলেই পাশে রয়েছেন। আলাদা করে অধিনায়ক, কোচ ও মেন্টর ভরসা দিয়ে চলেছেন আমায়। আমিও চেষ্টা করছি দ্রুত ছন্দে ফেরার। হয়তো হায়দরাবাদ ম্যাচেই রানে ফিরব।' সুদীপের দ্রুত ফর্মে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারিও। আজ বিকেলে তিনি মোহনবাগান মাঠে হাজির থেকে সতীর্থদের অনুশীলনে উৎসাহ দিলেন। মনোজ নিজে অবশ্য আজ অনুশীলন করেননি। পরে বলছিলেন, 'সুদীপের ফর্মে ফেরা ও রান করা বাংলার রনজি অভিযানের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসের পর ও হারানো ফর্ম পেয়ে গিয়েছে। আমরা সবাই সুদীপের পাশেই রয়েছি।'

ভুবির জন্য গান বাঁধল ভারত আর্মি

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়া সফরে ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন ভারতীয় সমর্থকরা। বিরাটের দলে ভারতীয় বোলিংয়ের অন্যতম মুখ ভুবনেশ্বর কুমারকে নিয়ে গান বাঁধলেন তাঁরা। অভিনব এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে ভারত আর্মি নামে ফ্যানস গ্রুপ। বুধবার অ্যাডিলেড ওভালের গ্যালারিতে প্রিয় ভুবিকে নিয়ে গান গাইতে দেখা যায় ভারত আর্মির সদস্যদের। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ভুবনেশ্বর কুমার। সমর্থকদের কাছ থেকে এমন ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত ভুবি নিজেও। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের দুরন্ত পারফরম্যান্স তুলে ধরে এই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চান তিনি।

গম্ভীরের অবসরে অবাক নন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎই একটা ফোন আসে সঞ্জয় ভরদ্বাজের কাছে। মোবাইলের অপরপ্রান্তে দীর্ঘদিনের শিষ্য গৌতম গম্ভীর। বলেন, স্যার, সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম।

আর তার কিছু পরেই সোশ্যাল দুনিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে গৌতম গম্ভীরের অবসর ঘোষণার ভিডিয়ো প্রকাশ। জাতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনারের ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। গম্ভীর সময়ের দাবি মেনে ঢুকে পড়েছেন প্রাক্তনদের দলে। চলতি রনজি মরশুমের মাঝে হঠাৎ করে গম্ভীরের অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গেই প্রবল হয়েছে তাঁর রাজনীতিতে যোগদানের সমীকরণও। রাজধানীর ক্রিকেটমহলের দাবি, আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হতে চলেছেন গম্ভীর। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন নেহাতই সময়ের অপেক্ষা।

শেষপর্যন্ত গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন, তাঁর হঠাৎ করে অবসরের সিদ্ধান্তে একেবারেই অবাক নন ছোটোবেলার কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজ। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রকে চেনেন তিনি। শিষ্য গম্ভীরও গতকাল তাঁর অবসর ঘোষণার আবেগঘন ভাষণে তাঁর কেরিয়ারে কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজের কথা টেনে এনেছেন নিজেই। আজ দুপুরের দিকে দিল্লিতে গম্ভীরের ছোটোবেলার কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজের সঙ্গে যখন উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে যোগাযোগ করা হল, গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি। কিছু পরে নিজেই ফোন করলেন। জানিয়ে দিলেন, গম্ভীরের অবসরের সিদ্ধান্তে একেবারেই অবাক নন তিনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সঞ্জয় ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, 'বছর দুয়েক আগে রাজকোটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের পরই জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল গোতি (গম্ভীরের ডাকনাম)। তারপর থেকে প্রায়ই ও বলত, অবসরের কথা। বেশিরভাগ সময় ওকে বুঝিয়ে ফের ক্রিকেটে ফোকাস ফিরিয়ে এনেছি আমি। কিন্তু জানতাম, এভাবে বেশিদিন পারব না। ঠিক সেটাই হল গতকাল।' এখানেই না থেমে সঞ্জয় ভরদ্বাজ আরও বলছিলেন, 'আমি গর্বিত গৌতমের মতো ছাত্র পেয়ে। ওর মতো নিষ্ঠাবান ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ক্রিকেটার আমি কমই দেখেছি। সবথেকে বড়ো কথা, গৌতমের নিজের উপর আত্মবিশ্বাস ছিল অগাধ। ওকে কোনো পরামর্শ দিলে খুব দ্রুত তা বুঝে নিতে পারত।'

সঞ্জয় ভরদ্বাজের সঙ্গে গৌতম গম্ভীরের সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। সময়ের দাবি মেনে ছাত্র–শিক্ষকের সম্পর্ক এখন অনেক বেশি করে বন্ধুত্বের হয়ে গিয়েছে। দুই তরফেই রয়েছে অসম্ভব শ্রদ্ধা। সম্ভবত সেই কারণেই প্রিয় ছাত্র তথা বন্ধুর অবসরের সিদ্ধান্তে একেবারেই অবাক হননি বলে জানাচ্ছেন কোচ সঞ্জয়। তাঁর যুক্তি হল, 'গৌতম নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে জানে। আর গত কয়েক বছর ধরে যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত ও নিল, তা দেখেছি আমি। তাই ওর অবসরের সিদ্ধান্তে এতটুকুও অবাক নই। গৌতমের ভবিষ্যতের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।' নিজের প্রিয় ছাত্রকে আগামীদিনে ঠিক কোন ভূমিকায় দেখতে চান কোচ? কোচিংয়ে নাকি রাজনীতিতে?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বেশ সতর্ক হয়ে গেলেন সঞ্জয় ভরদ্বাজ। বলে দিলেন, 'গৌতমের উপর আস্থা রয়েছে আমার। আমি জানি, ও আগামীদিনে যাই করুক না কেন, সফল হবে সেখানেও। তবে ও কী করবে, সেই সিদ্ধান্তটা ওর উপরই ছাড়তে চাই।' কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজের পাশে দিল্লি রনজি দলের অনেক সতীর্থও গৌতম গম্ভীরের অবসরের সিদ্ধান্তের আগাম আঁচ পাচ্ছিলেন বলে দাবি করেছেন আজ। দিল্লি দলের অন্যতম সিনিয়র ক্রিকেটার তথা গম্ভীরের দীর্ঘদিনের সতীর্থ মিঠুন মানহাস আজ বলেছেন, 'আমরা যারা ওকে কাছ থেকে জানতাম, চিনতাম–সবারই ধারণা ছিল দ্রুত ও অবসরের সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। গতকাল ও সিদ্ধান্তটা নিয়েছে। গৌতমের ভবিষ্যতের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

হ্যাটট্রিক রোয়েচানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ও রিজিওনাল স্পোর্টস কনট্রোল বোর্ডের সর্বভারতীয় আন্তঃজোন ফুটবলে বুধবার উত্তর–পূর্ব জোন ৩–০ গোলে পশ্চিম জোনকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে হ্যাটট্রিক করেন রোয়েচান। অন্য ম্যাচে দক্ষিণ জোন ৫–০ গোলে সেন্ট্রাল হেড কোয়ার্টারকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন নীতিন কেপি। তাদের বাকি গোলগুলি কেআর রঞ্জিৎ, মাশবুব রহমান ও জিনেশের। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে উত্তর–পূর্ব ও পূর্ব জোন। পরে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে দক্ষিণ জোন ও উত্তর জোন। ফাইনাল ৭ ডিসেম্বর। বোর্ডের ইস্টার্ন রিজিয়নের সচিব বিক্রান্ত চাওরে জানিয়েছেন, কর্মচারীদের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য ও শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

CONDOLENCE

Mrs. DEBIKA DAS

(Wife of Late ANUP DAS)

We express profound grief and deepest sorrow at the sad and untimely demise of our beloved mother Mrs. Debika Das who left for heavenly abode on 28th Oct' 2018.We pray for eternal peace of her soul.

Family:
Pragya Parmita & Srabani(Daughter)
Bikash & Sangram (Son-in-law)
Alice (Grand Daughter)

হিমাল–তরাই ফুটবল শুরু

বাগডোগরা, ৫ ডিসেম্বর : পুলিশ কমিশনারেটের হিমাল–তরাই ফুটবল ফেস্টিভ্যাল বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বাগডোগরা ইয়ুথ ক্লাব সাডেন ডেথে ৬–৫ গোলে আদিবাসী সিধু–কানু তরাই ক্লাব ও লাইব্রেরিকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে বিওয়াইএমএসএ ১–০ গোলে বাগডোগরা জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জয় পায়। তৃতীয় ম্যাচে জুনিয়ার বয়েজ অ্যাকাডেমি ১–০ গোলে পুঁটিমারি তরুণ সংঘকে হারিয়েছে। চতুর্থ ম্যাচে রানিডাঙ্গার কল্যাণ সংঘ সাডেন ডেথে ৭–৬ গোলে জনকল্যাণ সমিতিকে হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এসিপি প্রণব সিকদার বাগডোগরা থানার ওসি দীপরঞ্জন দাস প্রমুখ।

সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর প্রথম বর্ষ শ্যামাদেবী ভার্মা ওপেন অকশন ব্রিজ ২২ ডিসেম্বর শুরু হবে। সম্মিলনীর সচিব উদয় দুবে জানিয়েছেন, ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাম জমা দেওয়া যাবে। প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন শ্যামল বাগচি ও সঞ্জয় দে। সহকারীর ভূমিকায় রয়েছেন অমলেন্দু রাহা।

বিদায় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আয়োজিত জুনিয়ার ন্যাশনাল খো খো থেকে বিদায় নিল বাংলার মেয়েদের দল। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ৪ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরে গিয়েছে। এর আগে প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ১ ইনিংস ও ৪ পয়েন্টের ব্যবধানে উত্তরপ্রদেশকে হারিয়েছিল। দল বিদায় নিলেও শিলিগুড়ির ইশিতা বিশ্বাস, সুস্মিতা দাস ও জিতুমনি দাসের পারফরম্যান্সে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কোচ পলাশ পাল।

পাওয়ার লিফটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ২৭–৩০ ডিসেম্বর হুগলির হিন্দমোটরে অনুষ্ঠেয় ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ও রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার লিফটিংয়ে দার্জিলিং দল গঠনের জন্য দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার ট্রায়াল রবিবার হায়দরপাড়ার এশিয়ান গোল্ডেন জিমে অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রবিবারই চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হবে।

ফাইনালে নবীন

চোপড়া, ৫ ডিসেম্বর : মাতৃ চা বাগানের ফুটবলে ফাইনালে উঠল নবীন সংঘ। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১–০ গোলে মারিয়ামগছকে হারিয়েছে। গোল করেন সঞ্জয় মিঞ্জ। ফাইনাল ১৩ ডিসেম্বর।

আইজল বধ করে চারে রিয়াল কাশ্মীর

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর : আই লিগে আবির্ভাবেই তাক লাগিয়ে চলেছে রিয়াল কাশ্মীর। বুধবার আইজল এফসি–কে ঘরের মাঠে ১–০ গোলে হারিয়ে লিগ টেবিলের চার নম্বরে উঠে এল 'স্নো লেপার্ড'–রা। ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা বাজি আর্মান্ড (৩০ মিনিট)। ছয় ম্যাচ শেষে রিয়াল কাশ্মীরের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। দলের সঙ্গে সদ্য যোগ দেওয়া ঘানাইয়ান স্ট্রাইকার আবেদনেগো কোফিকে শুরু থেকেই নামিয়ে দিয়েছিলেন রিয়াল কাশ্মীর কোচ ডেভিড রবার্টসন। ম্যাচে বিপক্ষ বক্সে প্রথম আক্রমণও রিয়াল কাশ্মীরের। প্রথম মিনিটেই গোলের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন দলের আর এক স্ট্রাইকার ক্রিজো। তবে আইজলের রক্ষণ ভাঙতে হোম টিমকে অপেক্ষা করতে হল ৩০ মিনিট পর্যন্ত। রিয়াল কাশ্মীরের সুরচন্দ্র সিংয়ের কর্নার থেকে হেডে গোল করে যান বাজি। এই নিয়ে চলতি আই লিগে দ্বিতীয়বার গোলের দেখা পেলেন আইভরি কোস্টের এই মিডিয়ো। গোল হজম করে প্রতি আক্রমণে ঝাঁপালেও শেষপর্যন্ত ভূস্বর্গের দলটির রক্ষণে কোনো ফাটল ধরাতে পারেননি আনসুমানা ক্রোমা, আলফ্রেডরা। রিয়াল কাশ্মীরের কাছে হেরে সাত ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে লিগের নয় নম্বরে রইল গিফ্ট রাইখানের আইজল।

ম্যারাথনে দৃষ্টিহীন আসিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অন্ধকার থামিয়ে দিতে পারেনি স্বপ্ন দেখা। দৃষ্টিহীনতা মহম্মদ আসিফ ইকবালের অভিধানে স্রেফ একটা শব্দ মাত্র। কোনো প্রতিবন্ধকতার নাম নয়। এবারের টাটা স্টিল কলকাতা ম্যারাথনে ফের একবার আলো ছড়াবেন মহম্মদ। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ম্যারাথনে নামতে চলেছেন দৃষ্টিহীন মহম্মদ আসিফ ইকবাল। ১০ কিলোমিটার ক্যাটিগোরিতে গত বছর প্রথমবার দৌড়ে নিজের স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি একাধিক লোকের স্বপ্ন উসকে দিয়েছিলেন তিনি। এবার ফের তাই স্বপ্নের যাত্রা চালিয়ে যেতে চান মহম্মদ। ৩২ বছরের মহম্মদ স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য গত বছর নেমেছিলেন ম্যারাথনে। ফের একবার ম্যারাথনে নামার প্রসঙ্গে মহম্মদ বলছিলেন, 'হাইপারটেনশনে ভোগার জেরে উৎসাহ সঙ্গী করে ম্যারাথনে নেমেছিলাম। তারপর থেকে দৌড় ছাড়িনি। গত বছর ১০৮ কেজি থেকে ওজন ৯৬ কেজিতে নামাতে পেরেছি। লক্ষ্য ৮৫ কেজি করা।' জন্ম থেকে মহম্মদের চোখে অল্প সমস্যা থাকলেও ষোলো বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। যদিও পরে মর্নিং ওয়াক ও বন্ধুদের উৎসাহে দৌড় শুরু করেছিলেন। আর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ম্যারাথনে নেমে অনেককেই নতুন স্বপ্ন দেখার উৎসাহ জোগাচ্ছেন আসিফ।

পাক হকির হাল দেখে হতাশ হাসান

ভুবনেশ্বর, ৫ ডিসেম্বর : কিছুদিন আগেও হকিতে সমীহ করার মতো নাম ছিল পাকিস্তানের। এখন পাকিস্তান বিশ্ব হকি র‌্যাংকিংয়ে ১৩তম স্থানে রয়েছে। পাকিস্তানের হকির হাল দেখে হতাশায় ভুগছেন প্রাক্তন পাক হকি কিংবদন্তি হাসান সর্দার। তাঁর ধারণা, তিনি হকি নয়, ক্রিকেটকেই বেছে নিতেন। ১৯৮২ সালে হকি ওয়ার্ল্ড কাপ এবং ১৯৮৪ সালে অলিম্পিক সোনা জিতেছিল পাকিস্তান। দুই ক্ষেত্রেই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। হাসান বলেছেন, গোটা পাকিস্তান এখন ক্রিকেটে মজে রয়েছে। সেখানে হকির কোনো নামগন্ধ নেই। হাসানের দাবি, এই মুহূর্তে পাকিস্তানে হকি সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। বিশ্বমানের হকি তারকাও নেই। বড়ো মঞ্চে না জিততে পারলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া খুবই কঠিন। বিশ্বকাপে পাক দলের ম্যানেজার হয়ে এসেছেন হাসান। বিগত কয়েক বছরে পাকিস্তান হকি দলের পারফরম্যান্স একেবারে সাদামাঠা। এর জন্য জাতীয় হকি ফেডারেশনকেই দুষছেন সর্দার। তিনি বলেছেন, 'আমাদের হকি ফেডারেশনের সমস্যা অনেক। সেই সমস্যা এমন প্রকট যে, রোলান্ট অল্টম্যানসের মতো কোচকেও আমরা ধরে রাখতে পারিনি।' অতীত গৌরব ফিরে পেতে সর্দারের দাওয়াই, 'আমাদের তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করতে হবে। স্কুল, কলেজে হকি খেলায় জোর দিতে হবে। অ্যাকাডেমি তৈরি করতে হবে। ঘরোয়া হকির উন্নতি হলে তবেই ফের আগের জায়গায় ফিরবে হকি।'

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে সঞ্জীব তালুকদার কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ২২৪৩–৫৬৬৩, ২২১০–১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স : ০৩৩–২২৪৩–৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ০৩৫৬১–২২৪২১৪, ২৩১৬৪৪। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ০৩৫৮২–২২৬৪৩৩। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ০৩৫৬৪–২৫৯৪০১। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স : ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ২৫২৬৬৩৫, অফিস : ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং : ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স : ০৩৫৩–২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in